চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৪ এপ্রিল ২০২২

শিশুদের সাথে মতবিনিময় সভায় মেয়র

স্মার্ট সিটিতে রূপান্তর করে শিশুবান্ধব নগরী গড়ে তুলবো

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম শহর পাহাড়, নদী, সমুদ্র ঘেরা একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত নগরী।এ নগরীকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্ত করে একটি শিশুবান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। গতকাল শনিবার বিকেলে প্রেসক্লাব বঙ্গবন্ধু হল ইপসা ও সেভ দ্যা সিলড্রেনের আয়োজনে শিশুদের সাথে মতবিনিময় সভায় য়েয়র এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইপসার নির্বাহী পরিচালক আরিফুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক মোস্তাক হোসেন ও বিভিন্ন সংস্থার পক্ষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন শাহরিয়ার আকিব, সাঞ্জিনা আফরিন, আফরিদা তাবাসসুম, আবিদুর রহমান, সুমি আক্তার বৈশাখি, বাবুল বড়ুয়া, জিকু চৌধুরী, সৌম্য দাশ, নাহিদ হোসেন প্রমুখ।

প্রশ্নোত্তর পর্বের মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা নগরীর প্রধান সমস্যা হলেও প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহে ১০হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নগরীতে বাহাত্তরটি খালের অবস্থান থাকলেও প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি খালের খনন ও সংস্কার চলছে। বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সংস্কার ও পানি চলাচলের উপযোগী করতে না পারলে জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয়।

তিনি শিশুবান্ধব নগরী গড়ার লক্ষ্যে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ, পকেট পার্ক ও বিনোদনের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে জানান। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর সমুদ্র সৈকতে ৩৬ একর জায়গার ওপর অ্যামিউজমেন্ট পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে বলে জানান। তিনি সিআরবিকে চট্টগ্রামের ফুসফুস আখ্যায়িত করে বলেন, যেকোন সংস্থা চিকিৎসা কেন্দ্র করতে চাইলে নগরীতে জায়গার কোন অভাব নেই। এক সময়ের আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের হেডকোয়াটারের যে অস্তিত্ব এবং বিমুগ্ধতা ছড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় স্থানে যদি কোনো মহল চিকিৎসাকেন্দ্র করতে যা তাহলে চট্টগ্রামের সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ হবে। যানজট নিরসনে রমজানের পর ফুটপাত ও রাস্তা থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও হকারদের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে বিকল্প স্থানে ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি করবেন বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনা পরিকল্পনাসহ মেডিকেল বর্জ্য ইনসিনারেটর প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যঝুঁকি না হয় মত দহনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান। তিনি নগরীতে যুব সমাজকে বিপথগামী না হওয়ার জন্য ব্যায়ামাগার, সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চার জন্য নভোথিয়েটার উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরির উপর মনোযোগী হচ্ছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া নগরীর খালগুলোতে যেখানে বেষ্টনী না থাকার কারণে শিশু, নারী, বৃদ্ধ চলাচল ঝুঁকিমুক্ত ও দুর্ঘটনা এড়াতে বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে জানান।

তিনি বলেন, তরুণরাই দেশের প্রাণ ভোমরা। চট্টগ্রামের যুবকরা সূর্যসেনের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে যুব বিদ্রোহের সূচনা করে যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে তা চট্টগ্রামের জন্য গর্বের ইতিহাস হয়ে আছে। শুধু তাই নয় চট্টগ্রাম সকল আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠ থেকে প্রকাশ্যে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন এবং কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে চট্টগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা প্রথম সূচনা করে চট্টগ্রাম যা সারা বাংলাদেশে অনুকরণীয়। তাই আগামিতেও চট্টগ্রামেও সাহসী প্রাণশক্তিতে ভরপুর তরুণরাই হবে এ জাতির স্বপ্ন কণ্ডারি।

চসিক মেয়রের সাথে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সৌজন্য সাক্ষত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে আজ সকালে বাটালি হিলস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে মেয়রের দপ্তরে তাঁর সাথে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি মোঃ হারুনের নেতৃত্বে কমিটির সদস্যবৃন্দ এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষতকালে মেয়ের বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদকে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে সৌন্দর্য বর্ধন, আয়বর্ধক প্রকল্পের ধারণা তুলে ধরার জন্য প্রস্তাব করেন। বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ হারুন জানান, শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে অব্যবহৃত জায়গায় এবং অন্যান্য স্থানগুলো কিভাবে অত্যাধুনিক উপায় সাজানো যায় তা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মেয়র কে অবহিত করেন। এ সময় চসিকের প্রকৌশলী আশিকুর ইসলাম, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের প্রচার সম্পাদক মো. আবুল হাশেম, দপ্তর সম্পাদক মো.শাহ আলম, সাইফুদ্দিন ফোরকান, ইফতেখার আহম্মদ ও সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩